বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association
(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)
অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/স্মাঃলিঃ/২০১৫/ ২২৮ তারিখ ঃ ১৪ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ।

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে বেতন স্কেল বিষয়ে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে

স্মারকলিপি

মহাত্মন,

আপনার সার্বিক মঙ্গল ও শুভ কামনা করে বহুবিধ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে আলোর সন্ধান পেতে আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি। আপনাকে সবিনয়ে জানাতে চাই, আমরা প্রজাতন্ত্রের ৩য় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী। প্রজাতন্ত্রের মোট জনবলের প্রায় ৬০ শতাংশই তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী এবং এদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। সরকারি জনবলের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী এ মোট ৪(চার)টি শ্রেণীর মধ্যে ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ ও পদবীতে সবচেয়ে বেশী বৈষম্য বিরাজমান। ফলে এ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাঝেই বেশী হতাশা ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ দেখা দেয়। অথচ ৩য় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীরাই সকল কর্মক্ষেত্রে প্রশাসনিক, নিরীক্ষা ও কারিগরি যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদনের ভীত রচনা করে থাকেন। প্রজাতন্ত্রের ৩য় শ্রেণী কর্মচারী আমরা সকলেই নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী। একজন ৩য় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সর্বসাকুল্যে বেতন পান ৮৫০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত যা বর্তমানে দেশের সর্বনিম্ন আয়ের একজন মানুষের সমান। ইতিমধ্যে জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার আপনার মহানুভতায় ২৪/১১/২০১৩ইং তারিখে ৮ম জাতীয় বেতন চাকুরী কমিশন গঠিত হলে কমিশনের প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশক্তোর মন্ত্রী পরিষদ সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয়।

সম্প্রতি সচিব কমিটির ৮ম জাতীয় বেতন কাঠামোর সুপারিশের আলোকে অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত নতুন জাতীয় বেতন কাঠামো ও তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অবহিত হয়ে কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার সদয় আকর্ষণ করছি।

শতভাগ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব ঃ ৮ম জাতীয় বেতন কমিশনে সচিব কমিটির সুপারিশের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন শতভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বাস্তব সম্মত নয়। বেতন কাঠামোর প্রতিটি স্কেলের প্রারম্ভিক বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ৫ বৎসর, ৮ বৎসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর অথবা তার অধিক সময় চাকুরী করেছেন তাদের মূল বেতন ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক বেতনের দ্বিগুনের চেয়ে বেশী হয়েছে। ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিভাবে ১০০% বেতন বৃদ্ধি হবে তা সুস্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র শতভাগ বেতন বৃদ্ধি হবে কর্মকর্তাদের, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নয়।

টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড ঃ পদোন্নতির সুযোগ কম থাকায় এবং জ্যেষ্ঠ কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধার জন্য টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রথা প্রচলিত ছিল, যা ছিল কর্মচারীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। কিন্তু ৮ম জাতীয় বেতন কাঠামোতে সচিব কমিটির সুপারিশে টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রথা বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি এবং বেতন গ্রেডগুলোকে যুগোপযোগী না করে টাইম স্কেল প্রথা বাতিল করে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়েছে, এটা অন্যায়। আমরা টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড ও ইনক্রিমেন্ট প্রথা বহাল রাখার দাবী করছি।

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ঠ পদ-পদবী ও বেতন বৈষম্য ঃ ১৯৯৫ সনে শুধুমাত্র সচিবালয়ে কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তন করে সচিবালয়ের বাহিরের কর্মচারীদের পদবী ও বেতন স্কেলের বৈষম্য সৃষ্টির নির্মম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, যা একটি স্বাধীন দেশে কোন ভাবেই কাম্য ছিলনা। এইরূপ বৈষম্যের অবসান হওয়া একান্তই জরুরী।

চলমান পাতা-০২

আমরা স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের গর্বিত নাগরিক, অন্যায় অবিচার এবং বৈষম্য অবসানের দাবীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষাধিক শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জাতির জনক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য নিরসন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রীতি অটুট করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীর তিনটি গ্রেডসহ মোট ১০টি গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন কিন্তু ১৯৭৭ সালে সামরিক সরকার ১০টি স্কেলকে ভেঙ্গে ২০টিতে রূপান্তর করেন। সেই সাথে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করে ৩টি গ্রেডের পরিবর্তে ৬টি গ্রেড এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ২টির পরিবর্তে ৪টি স্কেল বা গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এসকল অন্যায় ও বৈষম্যের অবসান হবে। কিন্ত ৮ম জাতীয় বেতন কাঠামোতে সচিব কমিটিরও চাকুরী কমিশনের প্রকাশিত সুপারিশে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

উপরোক্ত অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আশু সমাধানের লক্ষ্যে আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

১(ক)। প্রজাতন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রথা বহাল রেখে সর্বনিম্ন ১৫,০০০/- টাকা মূল বেতন নির্ধারণ করে জুলাই, ২০১৪খ্রিঃ হতে ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) ১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বেতন কাঠামো অনুসরণে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের ৩টি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ২টি বেতন স্কেল বা গ্রেড নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) প্রজাতন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০০% পেনশন নির্ধারণ ও ১/- টাকায় ৪০০/- টাকা গ্র্যাচুইটির হার নির্ধারণ করতে হবে।

২(ক)। বাংলাদেশ সচিবালয়ের কর্মচারীদের ন্যায় সচিবালয়ের বাহিরের সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সমপদের ও সমমানের কর্মচারীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে।

(খ) প্রজাতন্ত্রের সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদান করতে হবে।

(গ) প্রজাতন্ত্রের সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধির প্রবর্তন করতে হবে।

অবিলম্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় সানুগ্রহ করে সরকারি কর্মচারী নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করে সৃষ্ঠ বৈষম্যগুলো পুনঃ বিবেচনা করার ব্যবস্থা নেবেন এই প্রত্যাশা কামনা করছি।

একান্ত মানবিক কারণে উপরোক্ত বিষয় সমূহ বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সদয় নির্দেশ দানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি এবং **একই সাথে আমরা আপনার সাক্ষাতের সদয় সম্মতির আবেদন করেছি**। সাক্ষাতের সম্মতি পাওয়া গেলে আপনার উপস্থিতিতে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারব এবং ন্যায় সঙ্গত সমাধানের একটা পথ খুঁজে পাব বলে আশা করি।

তারিখ, ঢাকা
২৪ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ।

সবিনয়ে

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯১১-১১৭৫০১

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬